সবজী বাগান আমাক ভবিষ্যতে বাঁচার পথ দেখিয়েছে -আলেয়া

আলেয়া খাতুন সাপাহার উপজেলার তিলনা ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায় বাস করে তার স্বামীর নাম মোহম্মদ আলী তার দুই ছেলে। সে বহু কষ্টে জীবন যাপন করেন কারন তার পরিবারের একমাত্র খেটে খাওয়ার অবলম্বন তার স্বামী ভ্যান চালিয়ে সংসার চালায়। তবে আশ্বিন, কার্তিক এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে তার স্বামীর আয় কম হয় কারণ এসময় লোকজনের হাতে টাকা পয়সা কম থাকে বলে ভ্যান যাতয়াত করে

খুবই কম। প্রতি বছর ঐ সময় আসলে ধার খরচ করে সংসার পরিচালনা করে। বাবুপুর গ্রামে মেয়েদের কাজের সুযোগ নেই এবং মুসলমান পরিবারের মেয়েরা সাধারণত বাড়ির বাহিরে কোন কাজ করতে যায় না। অভাব অনটনের মধ্য থাকা অবস্থায় সে উক্ত গ্রামের জিবিটির সদস্য হয় এবং নিয়মিত দলে আসে এবং দল থেকে ঐ গ্রামের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে অবগত হয় এরইপ্রেক্ষিতে তারা জিবিটি থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকরে যে তারা তাদের বাড়ীর উঠানে যে জায়গা আছে তা ব্যবহার করে তারা সবজী চাষ করবেন। এরপর তারা সবজী চাষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকরে ও তার বাস্তব প্রয়োগের জন্য জিবিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষন গ্রহণ করার পর বীজ ও সার সি.সি.এ-ডি.আর.আর প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ করেন। আলেয়া বেগম প্রশিক্ষনে যে ভাবে শিখেছিলেন সে

ভাবে চাষ আবাদ শুরু করেন এর পর গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে নিয়মিত ভাবে সবজী

খাওয়ার পর প্রথম অবস্থায় ১৭ কেজি লালশাক ও ১০ কেজি গাজর বাজারে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখতে পায় এর পর অনুপ্রানিত হয়ে নিয়মিত ভাবে সবজী চাষ করে আসছে। সে এখন নিয়মিত ভাবে সে সবজী চাষ করছে ও নিয়মিত বাজারে সবজী বিক্রি করে। বর্তমানে তার সবজি চাষের দ্বারা তার সংসারের চাহিদা পুরনের পর নিয়মিত বাজারে বিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীর খরচের যোগান সহজেই বাগান থেকে হচ্ছে; এখন তার দরিদ্র জনসাধারন তাদের নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে তেমন সচেতন নয় এবং সমস্যার সমাধান কি হতে পারে তা তারা জানে না। সিবিএ-এলজি প্রকল্পের মাধ্যমে গণ গবেষণা দলের সদস্যরা গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছেন যার মাধ্যমে তারা সমস্যার সমাধান করতে পারছেন। এই প্রকল্পের সহযোগীতায় এলাকার দরিদ্র জনসাধারনেরা গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকারের সহযোগীতায় তাদের নায্য অধিকার আদায় করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে বলে গণগবেষণা দলের সদস্যরা মনে করেন।

কেসস্টাডিঃ

গবাদি পশু-পাখি পালনে নতুন পথের সন্ধান পেল - বাবুপুর গ্রামবাসী

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার তিলনা ইউনিয়নে বাবুপুর গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটিতে ২৬৬ টি খানা আছে। এই গ্রামে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোক বাস করলেও দিন মজুর, কৃষক ও বর্গাচাষীই প্রধান। গ্রামের সব বাড়ীতেই কমবেশী গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালন করে। গ্রামটি প্রকৃতি নির্ভর কৃষি এলাকা হিসাবে পরিচিত। খরা এখানে প্রধানতম দুর্যোগ হিসাবে বিবেচিত। এখানে এক ফসলি ধানের চাষ হয়। খরার প্রভাবে এখানকার কৃষি ব্যবস্থা মারাত্নকভাবে বিপর্যস্ত । খরা লোকজনদের জীবিকাকে বিপদাপন্নতার মুখে পতিত করেছে। নিয়মিত ফসলহানীর কারনে বর্গাচাষী ও গরীর দিনমজুর শ্রেণীর লোকজনরা হয়ে পড়ছে বেকার, ঋণগ্রস্থ ও এলাকা ছাড়া। এ থেকে বাঁচার জন্য সকল শ্রেণীর লোকজন আয়ের উৎস হিসাবে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন করার জন্য নিজেদের কষ্টের জমানো অর্থ ব্যবহার করছে আবার কেউ কেউ বর্গা নিয়ে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন করেন। এবং বাবুপুর গ্রামে মুসলমান মহিলাদের বাড়তি আয়ের কোন সুযোগ না থাকায় তারা বাড়ীতে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন করেন। যুগযুগ ধরেই বিশেষ করে মহিলারা আয়ের উৎস হিসাবে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন করে আসছেন। কিন্তু দরিদ্র অসহায় জনগন এসব লালন পালনের সঠিক নিয়মকানুন না জানা থাকার কারনে প্রতি বছরেই

বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি যেমন তর্কা, বাদলা, ক্ষুরা, পি পি আর, ড্রাগ প্লেগ, রানীক্ষেত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি মারা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অভাবের মুখে পতিত হয় কারণ অভাবের সময় উক্ত প্রানি থেকে অর্জিত আয় দ্বারা তাদের সংসার পরিচালনা করে। একারনে অনেক বিপদাপন্ন খানার ঋনের মাত্রা বেড়ে চলছিল। তারা গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালনের সুযোগ থাকলেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তারা অভাবের সময় সংসার পরিচালনা করার সামর্থ হারিয়ে ফেলেন ও পুষ্টিহীনতায় পতিত হয়।

এ থেকে পরিত্রানের জন্য বাবুপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায় অবস্থিত গোলাপ গনগবেষনা দলের সদস্যরা এ জিবিটির চিহ্নিত সমস্যার আলোকে হাঁসমুরগী পালনের কৌশল বেড় করেন। পশু সম্পদ অধিদপ্তরে আবেদন ও নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে টিকাদানের ব্যবস্থা করেন। এর অংশ হিসাবে গত ৩/২/২০০৯ ইং তারিখ বাবুপুর গ্রামে ২৬৭টি গরু, ১৩২টি ছাগল, ১৬৪টি ভেড়া, ১৩৭টি হাঁস ও ১৬০টি মুরগিকে প্রথমবারের মত টিকা প্রদানের সুচনা করার মাধ্যমে নিয়মিত কর্মসূচী হিসাবে জিবিটি তা গ্রহণ করে। বর্তমানে উক্ত গ্রামে নিয়মিত ভ্যাকসিনেসন প্রদানের পর গবাদি পশু পাখি বিশেষ করে হাঁস-মুরগির রোগব্যাধি এবং মৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমে যাচ্ছে। ফলে তাদের বাড়ীতে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসহায় লোকজন গবাদি পশু ও হাঁস মুরগিপালনে আগ্রহ ফিরে পেয়েছে এবং বাড়তি আয় করার সুযোগ খুজে পেয়েছে। এবছর অভাবের সময় অনেক পরিবারে হাঁস মুরগী বিক্রি করে যে আয় হয়েছে তা ঋণ গ্রহনের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে এনেছে। নিজেরা হাঁসমুরগির ডিম, মাংশ খেতে পারছেন এবং পুষ্টিহীনতার হাত থেকে রক্ষার উপায় দেখতে পাচ্ছেন। এর পাশাপাশি এই গ্রামের লোকজনেরা সরকারী-বেসরকারী অফিসের বিভিন্ন সেবার ধরন সম্পর্কে ও তা প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে জানতে ও তা আদায় করার কৌশল শিখেছেন। এখন উক্ত গ্রামের লোকজন অনেকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। তারা আশ-াবাদী আগামীতে গবাদি পশু-পাখি পালনের মাধ্যমে তাদের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পুরন হবে ও এলাকার গরীব জনসাধারনের অভাবের সময় ঋণ করার প্রবনতা হ্রাস পাবে। তাদের অভিমত এই প্রকল্প তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে সাহায্য করছে।

তিলনা জনকল্যান কেন্দ্রঃ

তিলনা জনকল্যাণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করার লক্ষ্যে বাবুপুর এবং হরিপুর ৫টি জিজিটি থেকে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারন পরিষদ গঠন করা হয় । এ সাধারন পরিষদ থেকে ভোটের মাধ্যমে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এই জনকল্যাণ কেন্দ্রের অধীনে আছে একটি লাইব্রেরী সেখানে বিভিন্ন বই থেকে জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন। এছাড়াও রয়েছে দৈনিক সংবাদপত্র যা স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন ধরনের খবর এলাকায় প্রচার করতে পারেন। কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, সাংস্কৃতি ও চিত্ত-বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি টেলিভিশন প্রদান করা হয়। এখানে সরকারি - বেসরকারি অধিদপ্তর কর্মকর্তাদের সাথে জরুরী প্রয়োজনে কথা বলার জন্য ফোন নাম্বার লেখা আছে। সরকারি - বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগনকে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে তিলনা জনকল্যাণ কেন্দ্র ব্যবহার করে থাকেন। যেমন উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর, উপজেলা গবাদি প্রাণী পালন অধিদপ্তর

সপ্তাহে একদিন পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও গ্রাম্য বিচার শালিশ ,বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রম এ কেন্দ্রে চলমান আছে। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণালব্দ ফলাফল সংরক্ষণ করা হয় যার ফলে সহজেই স্থানীয় জনগন তথ্যসমূহ জানতে পারেন। তিলনা জনকল্যাণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন সরকারি - বেসরকারি ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন । তিলনা জনকল্যাণ কেন্দ্রের অধিনে আছে কৃষি যন্ত্রপাতি যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার কলা কৌশল জানা এবং সহজেই কৃষকেরা সঠিক

গবেষণাঃ

মুরগীর জাত উন্নয়নের গবেষণাঃ

প্রফেসার ডঃ মো: আকতারুজ্জামান গলা ছিলা মুরগী এবং আসিল মোরগের সংকরায়নে অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের গবেষণা পরিদর্শন করেন। মাঠ পরিদর্শন শেষে তিনি উক্ত গবেষণার সহিত জড়িত সুফলভোগিদের ঘন্টা ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ড:মো:নিয়াজ মাহমুদ ৩০এপ্রিল,২০১১ ইং তারিখে গলা ছিলা মুরগী এবং আসিল মোরগের সংকরায়নে অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের গবেষণা পরিদর্শন করেন এবং গবেষণা চলমান রাখতে করনীয় কাজের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সে মোতাবেক গত ০৪-০৬-২০১১ইং তারিখে ডিম সংগ্রহের উদ্দ্যেশে রিসার্চ এবং কন্ট্রোল গ্রুপের মুরগী আলাদা করা হয় এবং সম্পুরক খাবার সরবরাহ করা হয়।এফ-২ জেনোটাইপ এর সহিত নতুন জাত উৎপাদন এর লক্ষ্যে আসিল মোরগের সাথে ক্রস করার জন্য আলাদা করা হয়। বর্তমানে এফ-৩ জেনোটাইপের কাজ চলছে। গবেষকগণ আশা করছেন আগামী জুলাই,২০১২ ইং তারিখের মধ্যে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারবেন।

কৃষি জমিতে আম বাগান জমির মালিকরা তাদের জমিতে আম বাগানের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে ফলে আবাদী জমির পরিমান দিন দিন কমে আসছে। বর্গাচাষী ও গরীব দিনমজুর শ্রেণীর লোকজনরা হয়ে পড়ছে বেকার, ঋণগ্রস্থ ও এলাকা ছাড়া